ভ্যাট টিপস-১১৮/২০২৪:

বিষয়: আন্তর্জাতিক শিপিং লাইন কর্তৃক রেয়াত গ্রহণ।

একজন পাঠক আমার কাছে প্রশ্ন করেছেন যে, তার প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক শিপিং লাইনের মাধ্যমে পরিবহন সেবা প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটি বৈদেশিক মুদ্রায় পেমেন্ট পায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত গাইডলাইন অনুসারে, অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার একটা অংশ তাদের বিদেশে অবস্থিত অফিসের জন্য খরচ করতে পারে। অবশিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসিত হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি শতভাগ সেবা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। তাদের কোনো স্থানীয় ভ্যাট প্রদেয় হয় না। উৎসে কর্তনকারী সত্তা হিসেবে তারা উৎসে ভ্যাট কর্তন করে। বেশ কিছু উপকরণের ওপর তারা ভ্যাট পরিশোধ করে যা তারা রেয়াত নেয়। যেমন: প্রতিষ্ঠানটি জাহাজ ভাড়া নেয়। এক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদান করে যা রেয়াত নেয়া হয়। বন্দরে কিছু ভ্যাট প্রদান করে, যেমন: পোর্ট এ্যান্ড পাইলটিং চার্জ, জেটি চার্জ ইত্যাদি। এসব সেবার বিপরীতে তারা রেয়াত নেয়। আরো কিছু উপকরণের বিপরীতে তারা রেয়াত নেয়। যেহেতু তারা শতভাগ সেবা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান, তাদের কোনো স্থানীয় ভ্যাট প্রদেয় হয় না, সেহেতু দাখিলপত্রে অনেক টাকা নেগেটিভ ব্যালান্স হয়ে যায় যা তারা রিফান্ডের আবেদন করেছে। কিন্তু ভ্যাট অফিস থেকে ভ্যাট আইনের ধারা ২৪(১১) এর উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, পোর্ট এ্যান্ড পাইলটিং চার্জ, জেটি চার্জ ইত্যাদি হলো আনুষঙ্গিক পরিবহন সেবা। আনুষঙ্গিক পরিবহন সেবার বিপরীতে রেয়াত পাওয়া যাবে না। তাই, তাদের গৃহীত রেয়াত বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করার জন্য বলা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য হলো, পোর্ট এ্যান্ড পাইলটিং চার্জ, জেটি চার্জ ইত্যাদি হলো বন্দর সেবা যা রেয়াতযোগ্য। পাঠক আইনসঙ্গত মতামত চেয়েছেন। এ সমস্যাটির সমাধান করতে হলে আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় রেয়াত পায় মূলত দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান। এক ধরনের প্রতিষ্ঠান হলো, যেসব প্রতিষ্ঠানের সরবরাহের ওপর প্রদেয় ভ্যাট ১৫%। আর এক ধরনের প্রতিষ্ঠান হলো, যেসব প্রতিষ্ঠানের সরবরাহের ওপর প্রদেয় ভ্যাট শূন্য শতাংশ। রপ্তানি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানির বিপরীতে প্রদেয় ভ্যাট শূন্য শতাংশ। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি সেবা রপ্তানি করে। অর্থাৎ শূন্য হারে ভ্যাট প্রতিষ্ঠানটির জন্য প্রযোজ্য। তাই, প্রতিষ্ঠানটি রেয়াত পাবে। কোনো প্রতিষ্ঠানের কি কি ক্রয় উপকরণ হিসেবে গণ্য হবে তা ভ্যাট আইনের ধারা ২(১৮ক)তে উল্লেখ রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি রেয়াত পাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে রেয়াত পাওয়া যাবে না তা ভ্যাট আইনের ধারা ৪৬ এ উল্লেখ রয়েছে। বন্দর সেবা উপকরণ হিসেবে গণ্য। বন্দর সেবার বিপরীতে রেয়াত পাওয়া যাবে। পোর্ট এ্যান্ড পাইলটিং চার্জ, জেটি চার্জ ইত্যাদি সেবাগুলোকে যদি বন্দর সেবা না বলে বিবিধ সেবা বলা হয়, তাহলেও রেয়াত পাবে।

আনুষঙ্গিক পরিবহন সেবার বিপরীতে রেয়াত পাওয়া যাবে না, এমন কোনো বিষয় ভ্যাট আইনে নেই। ভ্যাট আইনের ধারা ২৪(১১)তে উল্লেখ রয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে শূন্য হার প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এসব সেবা প্রদান করার সময় ভ্যাট চালানে শূন্য হার লিখতে হবে। ভ্যাট প্রদান করতে হবে না। তবে, যদি এসব সেবার ক্ষেত্রে কোনো কারণে কেউ ভ্যাট প্রদান করে তাহলে কি হবে? উত্তর হলো, তাহলে সে ভ্যাট ফেরৎ পাবে। ভ্যাট আইনের ধারা ৭২ এ উল্লেখ রয়েছে যে, অতিরিক্ত পরিশোধিত কর সমন্বয় করা যাবে বা ফেরৎ নেয়া যাবে। ধরুন, বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানকে বন্ড লাইসেন্স দেয়া হয় এজন্য যে, প্রতিষ্ঠানটি শুল্ক-কর পরিশোধ না করে উপকরণ ক্রয় বা আমদানি করবে। তারপরও কখনও কখনও বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কারণে শুল্ক-কর পরিশোধ করে উপকরণ ক্রয় বা আমদানি করে থাকে। তাহলে তার পরিশোধিত শুল্ক-করের কি হবে? সেগুলো প্রত্যর্পণ বা ফেরৎ নেয়া যাবে। এটা খুব সহজ এবং স্বাভাবিক কথা। একইভাবে ভ্যাট আইনের ধারা ২৪(১১)তে যেসব ক্ষেত্রে শূন্যহার প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে, কোনো কারণে যদি সেসব ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়, সে ভ্যাট যথানিয়মে রেয়াত, রিফান্ড নেবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

পাঠক উল্লেখ করেছেনে যে, ভ্যাট অফিস থেকে বলা হয়েছে যে, পোর্ট এ্যান্ড পাইলটিং চার্জ, জেটি চার্জ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক পরিবহন সেবা; তাই, রেয়াত পাওয়া যাবে না। ভ্যাট অফিস থেকে এমন কথা আসলেই বলা হয়েছে কি-না তা আমি নিশ্চিত নই। এমন কথা বলা হোক বা না হোক, এমন কথা আইনসম্মত নয়। আইনসম্মত বিষয় হলো, ভ্যাট আইনের ধারা ২(১৮ক) অনুসারে যেসব ক্রয় উপকরণ বলে গণ্য হবে এবং যেসব ক্রয়ের বিপরীতে ভ্যাট আইনের ধারা ৪৬ অনুসারে রেয়াত বারিত নয়, সেসব ক্রয়ের বিপরীতে রেয়াত নেয়া যাবে। বন্দর সেবা, বিবিধ সেবা রেয়াতযোগ্য সেবা। রপ্তানিকারক রেয়াত পাবেন। ভ্যাট আইনের ধারা ২৪(১১) অনুসারে যদি কোনো কারণে শূন্যহার প্রয়োগ না করে ভ্যাট নেয়া হয়, তাহলে সে ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। দাখিলপত্রে নেগেটিভ ব্যালান্স হলে রিফান্ডের আবেদন করা যাবে এবং যথানিয়মে রিফান্ড প্রাপ্য হবে।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা

ড. মোঃ আব্দুর রউফ

ভ্যাট বিশেষজ্ঞ।

২৭.০২.২০২৪